ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

টিসিবি'র ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

১১ আগস্ট ২০২২

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- ২০২০ সালের মার্চ মাস হতে শুরু হওয়া করোনাভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আরোপিত লকডাউন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কারণে দেশের অর্থনীতি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন এবং বিশেষকরে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা বিপর্যস্ত
- সরকারি হিসাবে করোনার প্রভাবে দারিদ্র্যের হার ২০.৫ শতাংশ (২০১৮-১৯ অর্থবছর) থেকে ২৯.৫ শতাংশে (২০১৯-২০ অর্থবছর) বৃদ্ধি; তবে বেসরকারি সংস্থার গবেষণায় এ সময়ে দারিদ্র্যের হার সার্বিকভাবে ৩৫ শতাংশ (জুন ২০২০) এবং নতুন করে দরিদ্র হওয়া মানুষ ৩.২ কোটি (নভেম্বর ২০২১)
- সাম্প্রতিককালে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক জীবনে এক নতুন সংকট হিসেবে আবির্ভূত
- ২০২২ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে টিসিবি কর্তৃক নিম্ন আয়ের এক কোটি পরিবারকে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ প্রদানের মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য সরবরাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ; এর মধ্যে ‘২,৫০০ টাকা নগদ সহায়তা’ কর্মসূচির ৩৮.৫ লাখ উপকারভোগী এবং ৬১.৫ লাখ নতুন উপকারভোগী
- নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আপদকালীন মজুদ এবং প্রয়োজনীয় সময়ে ভোক্তা সাধারণের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)-এর উদ্দেশ্য

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা...

- ইতোপূর্বে টিআইবি'র গবেষণাসহ গণমাধ্যমে করোনার অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত "২,৫০০ টাকা নগদ সহায়তা" এবং "১০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রয়" কর্মসূচিতে অনিয়ম-দুর্নীতিসহ বিভিন্ন সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত
- টিসিবি'র ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি হতে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য ক্রয়ে দরিদ্র জনগণের নানা প্রকার হয়রানি, বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির সংবাদ গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ
- জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বিশেষত দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্যে গৃহীত কার্যক্রমে প্রবেশগম্যতা ও সুশাসনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শ টিআইবি'র অব্যাহত কার্যক্রমের অংশ
- এরই ধারাবাহিকতায় টিসিবি'র 'ফ্যামিলি কার্ড' কর্মসূচি বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা ও তথ্যপ্রমাণভিত্তিক অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে এই গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ

গবেষণার উদ্দেশ্য

মূল উদ্দেশ্যঃ

টিসিবি'র ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম সুশাসনের দৃষ্টিভঙ্গীতে পর্যালোচনা করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

- উপকারভোগী হিসেবে তালিকাভুক্তি ও সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতিসহ সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত করা
- লক্ষিত জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা
- কার্যক্রমে উদ্ভূত সুশাসনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুপারিশ প্রদান করা

গবেষণার পরিধি

পরিধি

- ❑ ফ্যামিলি কার্ডের উপকারভোগীর তালিকাভুক্তি ও কার্ড প্রাপ্তি
- ❑ সরবরাহকৃত কার্ডের মাধ্যমে পণ্য ক্রয়
- ❑ ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির উপকারভোগী হিসেবে প্রাথমিক বিবেচনায় থাকা এবং অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচির আওতার বাইরে থাকা অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিবেচনায় ইতোপূর্বে “২,৫০০ টাকা নগদ সহায়তা” প্রাপ্ত পরিবারগুলোকেই এই জরিপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

সুশাসনের চারটি সূচকে বিশ্লেষণ

- ❖ সাড়া প্রদান
- ❖ স্বচ্ছতা
- ❖ অনিয়ম-দুর্নীতি
- ❖ জবাবদিহি

গবেষণা পদ্ধতি

- মিশ্র পদ্ধতি – গুণগত ও পরিমাণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
প্রত্যক্ষ	প্রশ্নপত্র জরিপ	ফ্যামিলি কার্ডের লক্ষিত উপকারভোগী
	সাক্ষাৎকার	ফ্যামিলি কার্ডের লক্ষিত উপকারভোগী, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা
পরোক্ষ	সাহিত্য ও নথি পর্যালোচনা	প্রবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ বিশ্লেষণ, সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা

জরিপ নমুনায়ন পদ্ধতি

- টিআইবি'র পূর্বের একটি গবেষণা কাজে (২০২০) সংগৃহীত "২,৫০০ টাকা নগদ সহায়তা" কর্মসূচির উপকারভোগীদের তালিকা হতে নমুনা তালিকা প্রস্তুত - ৯৫% 'কনফিডেন্স ইন্টারভেল' এবং ৩% 'মার্জিন অব এরর' বিবেচনায় ১,০৬৭ ফ্যামিলি কার্ড উপকারভোগীর নমুনা নির্ধারণ
- তবে 'নন-রেসপন্স' বিবেচনায় নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক দৈবচয়নের মাধ্যমে ১,৫০০ জন উপকারভোগী বাছাই ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য যোগাযোগ
- চূড়ান্তভাবে মোট ১,০৪৭ জন উপকারভোগীর জরিপে অংশগ্রহণ; ৩৫টি জেলা থেকে ৩০-৩৫ জন করে উপকারভোগীর অংশগ্রহণ

সময়কাল:

- গবেষণার তথ্যসংগ্রহের সময়কাল এপ্রিল-জুন ২০২২ (কর্মসূচির ধরন ও মেয়াদ বিবেচনায় এটি দ্রুত সম্পাদিত একটি গবেষণা)
- জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা ১৮-২৬ এপ্রিল ২০২২

গবেষণার ফলাফল

গৃহীত উদ্যোগ

- প্রাথমিকভাবে শুধু "২,৫০০ টাকা নগদ সহায়তা" কর্মসূচির উপকারভোগীদের (৩৮.৫ লাখ) ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত থাকলেও পরবর্তীতে আরও ৬১.৫ লাখ পরিবারকে অন্তর্ভুক্তকরণ
- এই কর্মসূচিতে এক কোটি পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করায় দেশের ৪-৫ কোটি মানুষকে (২৫-৩০ শতাংশ) স্বল্পমূল্যে পণ্য ক্রয়ের সুবিধার আওতায় আসার সুযোগ করে দেওয়া হয়; অর্থাৎ দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা প্রায় সকল মানুষকে এই কর্মসূচির আওতায় আসার সুযোগ সৃষ্টি
- প্রতিটি পরিবারের কাছে দুই দফায় প্রায় ৫৫০ টাকা ভর্তুকি দিয়ে রমজানের সময় সাধারণত মূল্য বৃদ্ধি হয় এমন চারটি পণ্য বিক্রয় (১,৫৭০ টাকার পণ্য ১,০২০ টাকায় বিক্রয়)
- সকল জেলা/উপজেলায় এত অধিক সংখ্যক মানুষের কাছে পণ্য বিক্রয়ে টিসিবি'র সক্ষমতা না থাকলেও স্থানীয় প্রশাসন ও অন্য কর্মসূচির সহায়তায় গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা

ফ্যামিলি কার্ড উপকারভোগীর তালিকাভুক্তি ও পণ্য বিক্রয় প্রক্রিয়া

এক কোটি উপকারভোগীর ডাটাবেজ/তালিকা তৈরির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে বাছাই ও মনিটরিং কমিটি গঠন

- "২,৫০০ টাকা নগদ সহায়তা" কর্মসূচির উপকারভোগীর বিদ্যমান ডাটাবেজ ব্যবহার
- নতুন উপকারভোগীর তালিকা তৈরি

তালিকা যাচাই-বাছাই; উভয় তালিকার দ্বৈততা পরিহার; তালিকা চূড়ান্তকরণ

চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উপকারভোগীদের জন্য কার্ড প্রস্তুত ও বিতরণ

উপকারভোগীদের পণ্য বিক্রির স্থান ও তারিখ সম্পর্কে অবহিতকরণ (৪ দিন পূর্বে)

রমজানের পূর্বে নির্ধারিত দিনে ডিলারদের মাধ্যমে উপকারভোগীদের নিকট প্রথম দফায় পণ্য বিক্রয়

রমজানের মাঝামাঝি সময়ে নির্ধারিত দিনে ডিলারদের মাধ্যমে দ্বিতীয় দফায় পণ্য বিক্রয়

উপকারভোগীর তালিকাভুক্তি ও কার্ড প্রাপ্তি

ফ্যামিলি কার্ড উপকারভোগীদের তালিকাভুক্তিতে চ্যালেঞ্জ

নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত

- মোট এক কোটি পরিবারের কাছে রমজান মাসের পূর্বে ও মাঝামাঝি সময়ে ভর্তুকি মূল্যে পণ্য বিক্রয়
- "২,৫০০ টাকা নগদ সহায়তা" কর্মসূচির উপকারভোগী সকলে (৩৮.৫ লাখ) এবং নতুন ৬১.৫ লাখ দরিদ্র পরিবার এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হবে

চ্যালেঞ্জ/বাস্তব চিত্র

- জরিপে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের ৩৯.৫% ফ্যামিলি কার্ড পাননি

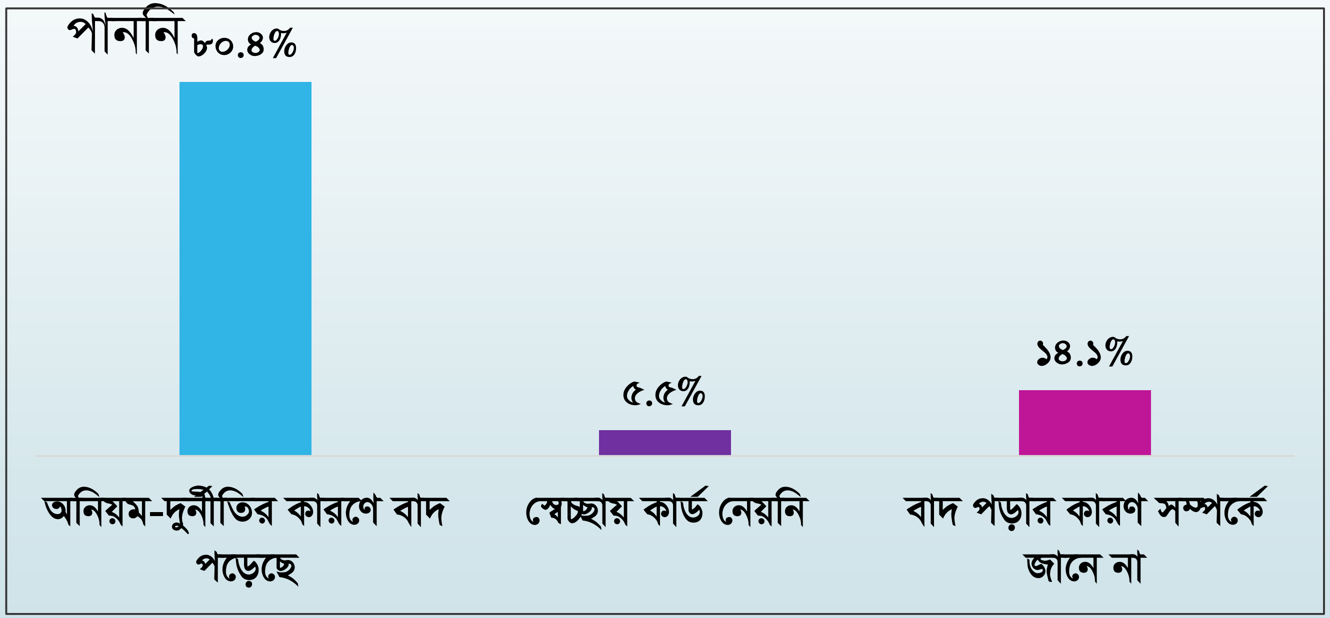

- নারী উত্তরদাতাদের ৩৪.৪% এবং পুরুষ উত্তরদাতাদের ৩১.৪% অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে 'ফ্যামিলি কার্ড' থেকে বাদ পড়েছেন বলে জানান/ অভিযোগ করেন

উপকারভোগীর তালিকাভুক্তি ও কার্ড প্রাপ্তি...

তালিকাভুক্তিতে অনিয়ম-দুর্নীতি

- জরিপে ফ্যামিলি কার্ড না পাওয়া উত্তরদাতাদের মতে কার্ড না পাওয়ার উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার ঘাটতি/প্রচারে ঘাটতি, সুপারিশ না থাকা, রাজনৈতিক বিবেচনায় স্বচ্ছল ব্যক্তিদের তালিকাভুক্তকরণ, একই পরিবারে একাধিক কার্ড প্রদান, ছবি পরিবর্তন করে তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের কার্ড অন্যদের দিয়ে দেওয়া, ঘুষ না দেওয়া ইত্যাদি

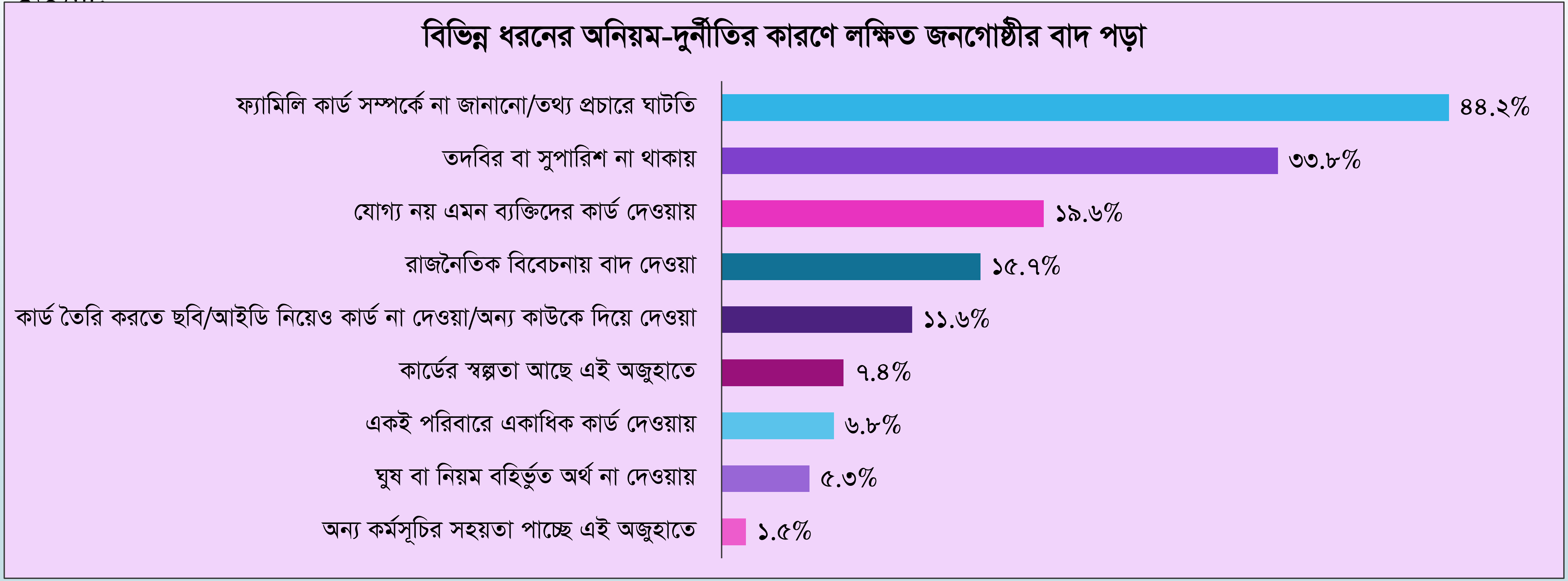

উপকারভোগীর তালিকাভুক্তি ও কার্ড প্রাপ্তি

ফ্যামিলি কার্ড উপকারভোগীদের তালিকাভুক্তিতে চ্যালেঞ্জ

নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত	চ্যালেঞ্জ/বাস্তব চিত্র
▪ "২,৫০০ টাকা নগদ সহায়তা" কর্মসূচির জন্য প্রণীত ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত সকলে (৩৮.৫ লাখ) এবং নতুন করে প্রণীত ডাটাবেজের (৬১.৫ লাখ) মোট এক কোটি দরিদ্র পরিবার এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হবে	▪ প্রাথমিকভাবে "নগদ সহায়তা" কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত পরিবার ৩৫ লাখ; পরবর্তীতে অন্তর্ভুক্ত সড়ক ও নৌ পরিবহন শ্রমিক, নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মরত পরিবারের সংখ্যা সাড়ে ৩ লাখ ▪ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী নগদ সহায়তা কর্মসূচির তালিকা থেকে বিভিন্ন পেশাজীবী ('লকডাউনে' কর্মহীন হয়ে পড়া পরিবহন শ্রমিক, পেশাজীবী ইত্যাদি) ৮.৫ লাখ পরিবারকে বাদ দেওয়া হয়েছে; তবে ফ্যামিলি কার্ড সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপন/ পরিপত্রে এ ধরনের কোনো নির্দেশনা লক্ষ্য করা যায়নি ▪ কোন বিবেচনায় ও প্রক্রিয়ায় ৮.৫ লাখ পরিবারকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং অর্থনৈতিক অবস্থা যাচাইপূর্বক তাদের বাদ দেওয়া হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি ▪ অন্যদিকে নতুন তালিকা প্রণয়নে একই ধরনের পেশাজীবীদের অন্তর্ভুক্তি; এছাড়া নতুন তালিকায় গ্রাম পুলিশ, আনসার সদস্য, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী, শিক্ষক, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, চিকিৎসক, পল্লি চিকিৎসক, সাংবাদিক ইত্যাদি ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি

উপকারভোগীর তালিকাভুক্তি ও কার্ড প্রাপ্তি

ফ্যামিলি কার্ড উপকারভোগীদের তালিকাভুক্তিতে চ্যালেঞ্জ

নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত	চ্যালেঞ্জ/বাস্তব চিত্র
▪ ডাটাবেজ প্রণয়নের সময় দরিদ্র, অসহায়, স্বল্প আয়ের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে	▪ দুর্গম এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষত নারী ও আদিবাসী যাদের সাথে জনপ্রতিনিধিদের যোগাযোগ কম এমন ব্যক্তিদের অনেকে বঞ্চিত

"এই পার্বত্য এলাকায় অনেক বিধবা, অসহায় মহিলা রয়েছে যারা এই কার্ডটি পায়নি। এমনকি তারা সরকারি কোনো ভাতা/অনুদানই পান না।" - *একজন আদিবাসী উত্তরদাতা*

উপকারভোগীর তালিকাভুক্তি ও কার্ড প্রাপ্তি...

তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতি: আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ব্যক্তিদের তালিকাভুক্তি

- উত্তরদাতাদের ৫১.৩ শতাংশ মনে করেন তালিকাভুক্তিতে যোগ্য-হতদরিদ্র ব্যক্তিদেরকে বাদ দিয়ে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সচ্ছল ও রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

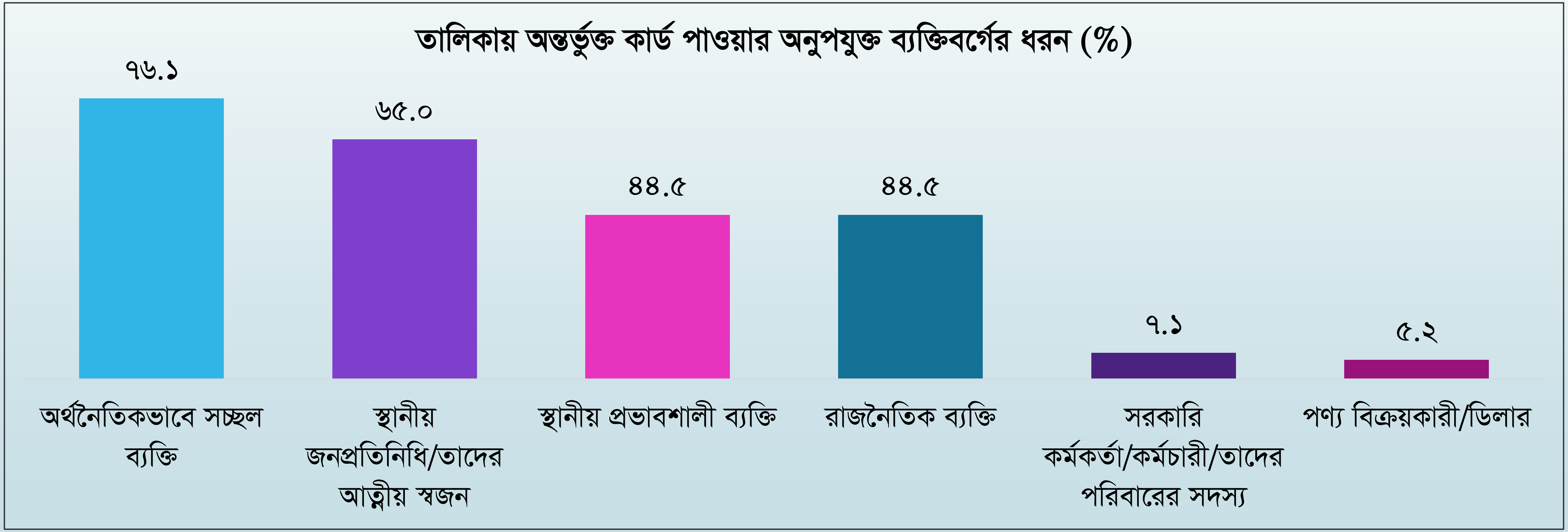

উপকারভোগীর তালিকাভুক্তি ও কার্ড প্রাপ্তি...

তালিকাভুক্তিতে অনিয়ম-দুর্নীতি

- অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে বাদ পড়ার পাশাপাশি কার্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার; তালিকাভুক্তি ও কার্ড বিতরণের ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের ৪.০ শতাংশ অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার
- হয়রানি ও পরবর্তীতে সরকারি সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে উত্তরদাতাদের অধিকাংশ অনিয়ম-দুর্নীতি বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি

ফ্যামিলি কার্ড প্রাপ্তিতে অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন

- কার্ড বিতরণকারীদের সাথে বারবার যোগাযোগ/অনুরোধ করতে হয়েছে
- প্রভাবশালী বা রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সুপারিশ সংগ্রহে বাধ্য হয়েছে
- কর্মসূচি সম্পর্কে তথ্য না দেওয়া/অপর্যাপ্ত তথ্য দেওয়া হয়েছে
- ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়
- ফ্যামিলি কার্ড দিতে অস্বীকৃতি
- ফ্যামিলি কার্ডের বিনিময়ে ঘুষ/নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দাবি

কার্ড প্রাপ্তিতে উপকারভোগীরা ৫০-২০০ টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে

- তালিকাভুক্তি ও কার্ড বিতরণে অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তি হিসেবে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সবচেয়ে বেশি; এর বাইরে প্রভাবশালী ব্যক্তি, রাজনৈতিক ব্যক্তি ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী জড়িত

উপকারভোগীর তালিকাভুক্তি ও কার্ড প্রাপ্তি...

কার্ড বিতরণে অনিয়ম; দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের বাইরে অন্যান্যদের কাছ থেকে কার্ড প্রাপ্তি

- উপকারভোগী বাছাই সংক্রান্ত উপজেলা/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন কমিটির সদস্যদের মাধ্যমে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণের নিয়ম থাকলেও, উপকারভোগীদের ৪.৭ শতাংশ অন্যান্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে ফ্যামিলি কার্ড পেয়েছে

ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে পণ্য ক্রয়

প্যাকেজের পণ্যের পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারণে অতি দরিদ্র ব্যক্তিদের সামর্থ্য বিবেচনা না করা

নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত	চ্যালেঞ্জ/বাস্তব চিত্র
একটি ‘ফ্যামিলি কার্ড’ দিয়ে দুইবার ৩ ও ৪টি পণ্যের প্যাকেজ ক্রয় করতে পারবে; প্যাকেজ মূল্য ৪৬০ ও ৫৬০ টাকা - ২ লিটার ভোজ্যতেল (সয়াবিন তেল ১১০ টাকা লিটার), ২ কেজি চিনি (৫৫ টাকা কেজি), ২ কেজি মসুর ডাল (৬৫ টাকা কেজি), ২ কেজি ছোলা (৫০ টাকা কেজি)	▪ প্যাকেজের আওতায় থাকা সকল পণ্য নেওয়া বাধ্যতামূলক; পুরো অর্থ যোগাড় করতে না পারায় কেউ কেউ পণ্য কিনতে পারেনি ▪ সামর্থ্য না থাকায় কার্ড পাওয়া ব্যক্তিদের ৭.৫ শতাংশ একবারও পণ্য ক্রয় করতে পারেনি বা একবার ক্রয় করতে সক্ষম হয় (৩.৭ শতাংশ একবার ক্রয় করতে সক্ষম হয়)
টিসিবি’র আওতাভুক্ত পণ্যগুলোর মধ্যে (১৭টি) রমজানের সময় দাম বৃদ্ধি পায় এমন পণ্যগুলো নিয়ে একটি পরিবারের এক মাসের চাহিদা বিবেচনায় প্যাকেজের পরিমাণ নির্ধারণ	

“স্থানীয় প্রশাসনের কাছ থেকে কার্ড পেয়েছিলাম। কিন্তু টিসিবি’র পণ্য কিনতে পারিনি। পণ্য নিতে গেলে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় সেখান থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে।” - *একজন প্রান্তিক উত্তরদাতা*

“কেউ কেউ ইচ্ছে করেই এই কার্ড নেননি। কারণ যাতায়াত, রোজ হিসাবে কাজের মজুরি এবং অন্যান্য খরচ হিসেব করে তাদের কাছে এই ট্রাকের পণ্য নেওয়া লাভজনক মনে হয়নি।”- *কার্ডপ্রাপ্ত উত্তরদাতা*

ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে পণ্য ক্রয়...

পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চ্যালেঞ্জ; সক্ষমতার ঘাটতি

নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত	চ্যালেঞ্জ/বাস্তব চিত্র
সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত 'ফ্যামিলি কার্ড' এর মাধ্যমে টিসিবি'র পণ্য বিক্রয়	▪ ডিলার (২,৮৮১ জন) এবং মজুদাগারের (১৬টি) সংখ্যা বিবেচনায় টিসিবি'র ৪০-৪৫ লাখ উপকারভোগীর কাছে পণ্য বিক্রয়ের সক্ষমতা রয়েছে; স্থানীয় জেলা প্রশাসন ও খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির ডিলারদের সহায়তায় প্রান্তিক পর্যায়ে পণ্য বিক্রয় ▪ প্রত্যন্ত এলাকা থেকে এসে পণ্য ক্রয়ে চ্যালেঞ্জ; নির্ধারিত পয়েন্ট থেকে পণ্য ক্রয়ে উপকারভোগীর যাতায়াত বাবদ গড় খরচ ৩৩ টাকা (সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা) ▪ পণ্য প্যাকেটজাতকরণ, বিক্রয় কেন্দ্রে পৌঁছানো, উপকারভোগী অনুপাতে বিক্রয় কেন্দ্রের স্বল্পতা, বিক্রয় কেন্দ্রে একজন কর্মী থাকায় পণ্য পেতে দীর্ঘ অপেক্ষা • পণ্য ক্রয়ে গড়ে ১.২ ঘন্টা অপেক্ষা (সর্বোচ্চ ১০ ঘন্টা) • দরিদ্র জনগণের দৈনিক উপার্জন ব্যাহত

"আমাদের এলাকায় কোনো বিক্রয় কেন্দ্র নাই। আমাদের এলাকা থেকে যেখানে টিসিবি'র ট্রাক আসে তার দূরত্ব তিন কিলোমিটারের বেশি। এজন্য এই এলাকার কেউই টিসিবি থেকে পণ্য কিনে না।" -*একজন উত্তরদাতা*

ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে পণ্য ক্রয়...

পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চ্যালেঞ্জ; সক্ষমতার ঘাটতি

নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত	চ্যালেঞ্জ/বাস্তব চিত্র
নারী ও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য পৃথক লাইনের ব্যবস্থা থাকা	▪ কিছু বিক্রয় কেন্দ্রে একজন কর্মী থাকায় নারী, বয়স্ক ব্যক্তি ও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য পৃথক লাইন করা যায়নি; ৯.২৫ শতাংশ উপকারভোগী জানিয়েছে নারী ও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য পৃথক লাইনের ব্যবস্থা ছিল না

"সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় পণ্য আনতে পারিনি।"

- একজন বয়স্ক উত্তরদাতা

ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে পণ্য ক্রয়...

বিক্রয় কেন্দ্র/পয়েন্ট থেকে পণ্য ক্রয়ে অনিয়ম-দুর্নীতি

- ১৩.৭ শতাংশ উপকারভোগী টিসিবি'র ট্রাক বা ডিলারের কাছ থেকে পণ্য কেনার সময় অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার
  - নারী উপকারভোগীদের ১৩.৮ শতাংশ এবং পুরুষ উপকারভোগীদের ১৩.৭ শতাংশ
  - গ্রামাঞ্চলের উপকারভোগীদের ১৪.৩ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে উপকারভোগীদের ১১.৫ শতাংশ

বিক্রয় কেন্দ্রে পণ্য ক্রয়ে অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন (%)

অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন	শতকরা হার (%)
নিম্নমানের পণ্য বিক্রয়	৩৩.৩
পণ্য বিক্রয়ের সময় সিরিয়াল না মানা	১৫.৫
পণ্য সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য প্রচার না করা/প্রচারে ঘাটতি	১৪.৩
বিক্রয় পয়েন্টে সময়মতো সরবরাহকারী/ট্রাক না পৌঁছানো	১৩.১
স্বজনপ্রীতি বা প্রভাবশালী/রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অতিরিক্ত পণ্য বিক্রয়	১০.৭
পণ্য সরবরাহকারী/ট্রাক না আসায় অপেক্ষা করে ফেরত যাওয়া	৯.৫
সিরিয়াল আসার পূর্বেই সরবরাহকারীর মজুদ শেষ হয়ে যাওয়া	৭.১
প্যাকেজে উল্লিখিত পরিমাণের চেয়ে কম পণ্য বিক্রয়	৭.১
তালিকায় নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত দামে পণ্য ক্রয় করতে বাধ্য করা	৭.১

কিছুক্ষেত্রে পণ্য ক্রয়ের সময় ডিলার/বিক্রয়কর্মী কর্তৃক নিয়ম-বহির্ভূতভাবে ৪০-৫০ টাকা বেশি আদায়

ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে পণ্য ক্রয়...

বিক্রয় কেন্দ্র/পয়েন্ট থেকে নিম্নমানের পণ্য বিক্রয়

- ৩৩.৩ শতাংশ উপকারভোগী প্যাকেটে নিম্নমানের পণ্য পেয়েছেন; দলাপাকানো ডাল, শক্ত হয়ে যাওয়া চিনি, নিম্নমানের ভোজ্যতেল

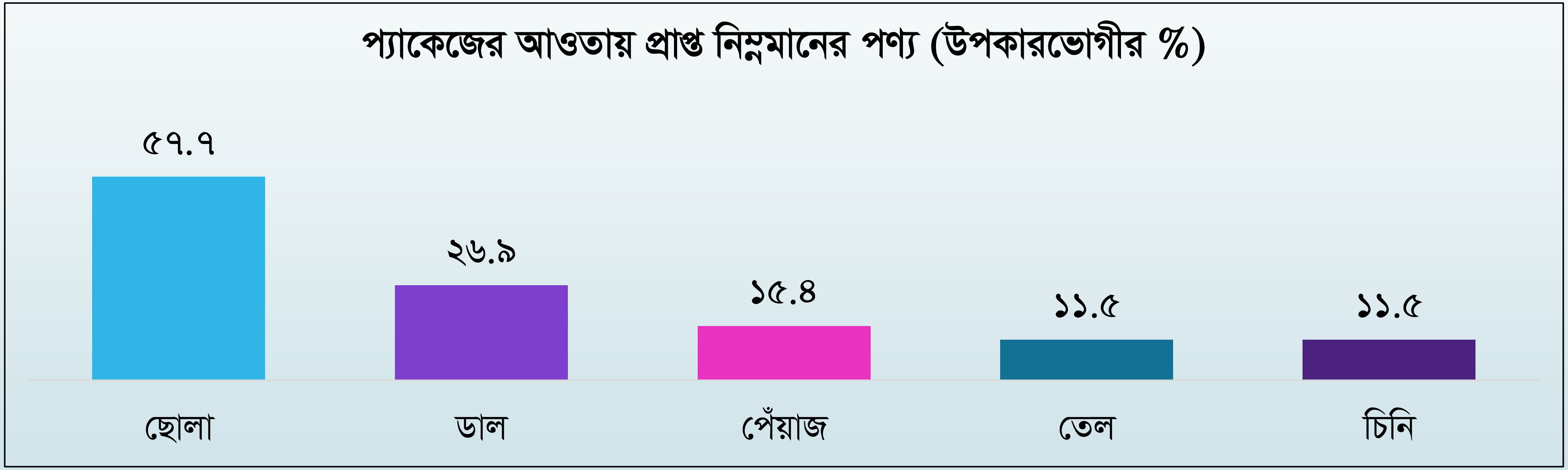

- টিসিবি'র মতে পণ্য মজুদের জন্য ব্যবহৃত জেলা পর্যায়ের কিছু খাদ্য গুদামে যথাযথ আদর্শমান অনুসরণ না করায় পণ্য নষ্ট হয়েছে; এক্ষেত্রে কয়েকটি জেলায় পণ্য বদল করে দেওয়া হয়েছে

ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে পণ্য ক্রয়...

বিক্রয় কেন্দ্র/পয়েন্ট থেকে পণ্য বিক্রয়ে পরিমাণে/ওজনে কম দেওয়া

নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত	চ্যালেঞ্জ/বাস্তব চিত্র
সময় সাশ্রয় ও অপচয় রোধে প্যাকেজের সকল পণ্য নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী প্যাকেটজাত করে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত	▪ কিছুক্ষেত্রে প্যাকেট ছেঁড়া এবং পরিমাণে (১০০-২০০ গ্রাম) কম দেওয়া হয়েছে

"তেল ছাড়া সবগুলো প্যাকেট ফাটা ছিল। প্রত্যেকটা প্যাকেটে আধপোয়া (১০০-১৫০ গ্রাম) কম ছিল।"

- একজন উপকারভোগী

তালিকাভুক্তি ও পণ্য ক্রয়

তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ

নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত	চ্যালেঞ্জ/বাস্তব চিত্র
প্রণীত ডাটাবেজ অনুযায়ী প্রত্যেক পরিবারের জন্য ফ্যামিলি কার্ড তৈরি, অবহিতকরণ ও বিতরণ	▪ কার্ড না পাওয়া উত্তরদাতাদের ৪৪.২ শতাংশ ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি বিষয়ে অবগত ছিল না
পণ্য বিক্রয় কেন্দ্রে/পয়েন্টে মূল্যসহ পণ্য তালিকা প্রদর্শন করা	▪ জরিপে ৪৬.৬ শতাংশ উপকারভোগী বলেছেন বিক্রয় কেন্দ্রে/পয়েন্টে মূল্য তালিকা ছিল না
টিসিবি'র পণ্য বিক্রয়ের এলাকা/স্থান নির্ধারণ এবং ৪ দিন পূর্বে ফ্যামিলি কার্ডধারীদের অবহিতকরণ	▪ জরিপে ১৪.৩ শতাংশ বলেছেন পণ্য বিক্রয় তারিখ/ কেন্দ্রের অবস্থান সংক্রান্ত কোনো তথ্য পাননি বা প্রচারণা ছিল না

তালিকাভুক্তি ও পণ্য ক্রয়...

জবাবদিহি ব্যবস্থায় ঘাটতি

- তালিকাভুক্তি, কার্ড বিতরণ ও পণ্য ক্রয়ে অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হওয়া উপকারভোগীদের ৮৯.৯ শতাংশ অভিযোগ করেনি বা করতে পারেনি
- টিসিবি'র পক্ষ থেকে ডিলারদের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা বিক্রয় কেন্দ্রে/পয়েন্টে রাখা হয়নি; তবে কেউ অভিযোগ করতে চাইলে স্থানীয় প্রশাসন/জনপ্রতিনিধির কাছে করার সুযোগ থাকলেও এ বিষয়ে উপকারভোগীদের অবহিত না করা

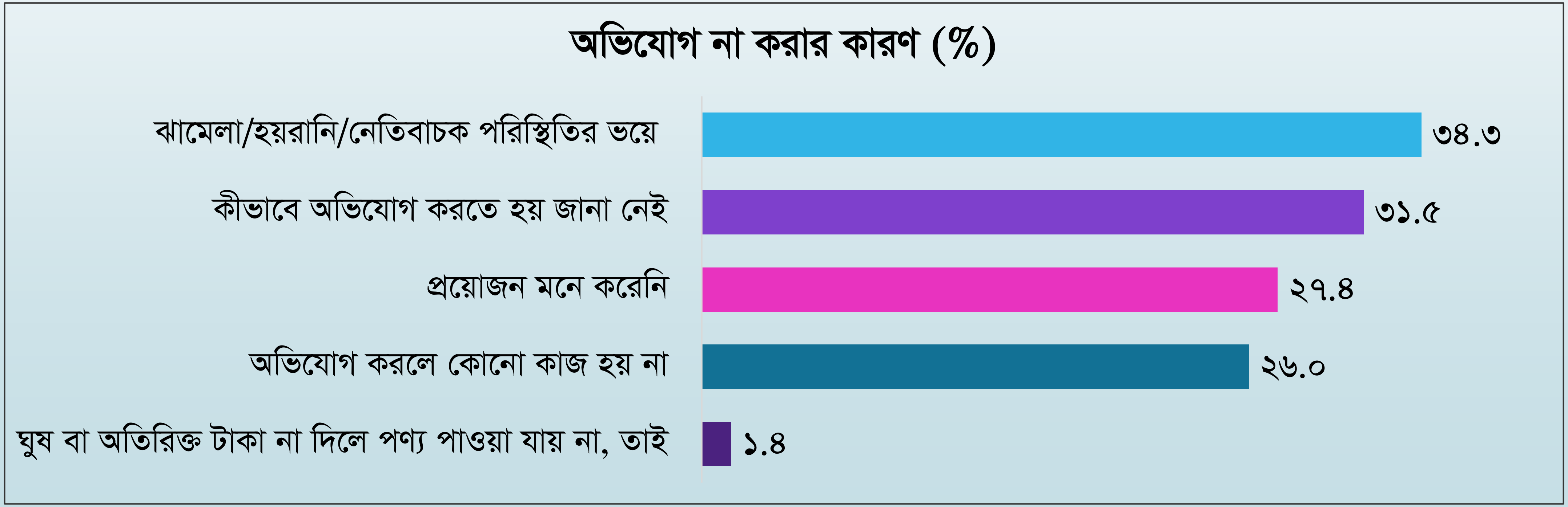

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি জনস্বার্থে গৃহীত সরকারের একটি কর্মসূচি; সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সক্ষমতা যাচাইপূর্বক যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি না নিয়েই দ্রুত এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণের ফলে বিভিন্ন পর্যায়ে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত
- স্বচ্ছতার ঘাটতি ও অনিয়ম-দুর্নীতিসহ সুশাসনের ঘাটতির ফলে
  - একদিকে প্রকৃত উপকারভোগীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ফ্যামিলি কার্ড তালিকা থেকে বাদ পড়ে গিয়েছে
  - অন্যদিকে উপকারভোগীদের চাহিদা, পণ্য ক্রয়ের সামর্থ্য, এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রবেশগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তির বিষয়গুলো যথাযথভাবে বিবেচনা না করায় দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে এই ইতিবাচক উদ্যোগের সুফল যথাযথভাবে পৌঁছাচ্ছে না, যা এই কর্মসূচির উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করেছে
- তথ্য প্রকাশ ও প্রচারে ঘাটতি থাকার কারণে লক্ষিত উপকারভোগীদের উল্লেখযোগ্য অংশ এই কার্যক্রমের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং একই সাথে দুর্নীতির শিকার হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে
- কর্মসূচিতে অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা না থাকায় দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনা সম্ভব হয়নি

সুপারিশ

উপকারভোগী তালিকাভুক্তকরণ ও কার্ড বিতরণ

১. জনপ্রতিনিধি কর্তৃক উপকারভোগীদের প্রাথমিক তালিকা তৈরির পর ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মতামতের ভিত্তিতে তালিকা চূড়ান্ত করতে হবে; এক্ষেত্রে নারী, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি, দলিত, আদিবাসী, প্রভৃতি প্রান্তিক ও দুর্গম এলাকার জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে

২. উপকারভোগীর চূড়ান্ত তালিকা স্থানীয় পর্যায়ে (ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা সিটি কর্পোরেশন) প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে; সারাদেশ থেকে সংগৃহীত মোট উপকারভোগীর তালিকা মন্ত্রণালয়/টিসিবি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে

৩. শুধু দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ করতে হবে এবং বিতরণের সময়, তারিখ ও স্থান ইত্যাদি তথ্য সকল পর্যায়ে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে

৪. বিনামূল্যে তালিকাভুক্তি ও কার্ড বিতরণে অর্থ লেনদেন না করার বিষয়ে উপকারভোগীদের সচেতন করতে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম (যেমন: এসএমএস প্রদান, ফ্যামিলি কার্ডে এধরনের তথ্য মুদ্রণ করে দেওয়া ইত্যাদি) পরিচালনা করতে হবে; এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হলে কোথায় অভিযোগ জানাতে হবে তা প্রচার করতে হবে

সুপারিশ

সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য বিক্রয় ও তদারকি

৫. উপকারভোগীদের চাহিদা ও সামর্থ্য যাচাইয়ের মাধ্যমে প্যাকেজে পণ্যের ধরন, পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারণ করতে হবে; প্যাকেজভিত্তিক পণ্য বিক্রয়ের পাশাপাশি অতি দরিদ্র ব্যক্তি যাদের প্যাকেজের সকল পণ্য একসাথে ক্রয়ের সক্ষমতা নেই তাদের চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী স্বল্প পরিমাণে পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে

৬. পণ্যের গুণগত মান, পরিমাণ, কেন্দ্র/পয়েন্ট খোলা থাকার সময় এবং অবস্থান পরিবীক্ষণে 'ট্যাগ টিম'-এর কার্যক্রম জোরদার করতে হবে

৭. বিক্রয় কেন্দ্রের/পয়েন্টের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং এসব কেন্দ্র লক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি

৮. প্যাকেজে পণ্যের ধরন, পরিমাণ, নির্ধারিত মূল্য, ইত্যাদি তথ্য বিক্রয়কেন্দ্রে প্রদর্শন করতে হবে; অভিযোগ দায়ের করার সুবিধার্থে টিসিবি/সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রপাপ্ত ব্যক্তির হটলাইন নম্বর/দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর, ইত্যাদি প্রদর্শন করতে হবে

৯. তালিকাভুক্তি ও সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য বিক্রয় করার ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে

১০. উপকারভোগীর প্রণীত তালিকা ও তালিকা প্রস্তুত প্রক্রিয়া নিয়ে একটি স্বাধীন নিরীক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, এবং ইতিমধ্যে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সচ্ছল পরিবারগুলোকে বাদ দিতে হবে

ধন্যবাদ